18

আজকের কাগজ

তারিখ 23 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষার নয়া কোর্স ॥ আন্দোলন চরমে

শাহ আরিফ নিশির ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি কর্তৃক অবৈধভাবে বিশেষ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ২০০ মার্কের বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষা কোর্স চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটি আহূত সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালনে পুলিশ বাধা দেয়। এতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের সৃষ্টি হলে ২ জন সাংবাদিকসহ ২১ জন ছাত্র আহত হয়। ব্যাপক ভাঙচুর হয় এবং পুলিশ বেধরক মারপিট ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা অর্ধদিবস হরতাল আহবান করে। এছাড়া ১১ সেপ্টেম্বর ৭২ ঘন্টার হরতালের ডাক দিলে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে বন্ধ করে দেয়। মূলত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ ছাত্রদেরকে ভর্তি না হতে দেবার এবং নামকরণের দোহায় দিয়ে জামাত-শিবির চক্রের উস্কানীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদ্রাসায় পরিনত করার চক্রান্ত হিসেবে ইতিপূর্বে ১০০ মার্কের আরবী ব্যাকগ্রাউণ্ড প্রথা চালু করা হয়। সে সময় এটিকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চলে। ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ওটা ব্যাকগ্রাউণ্ডে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। যা অনার্স কোর্সের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু ভিসি আব্দুল হামিদ সম্প্রতি এ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স নামে পরিবর্ধিত সিলেবাস প্রণয়ন করে। যা সম্পূর্ণ অবৈধ। নিয়মানুযায়ী কমিটি অব কোর্সের অনুমোদন ছাড়াই তিনি স্ব উদ্যোগে মাদ্রাসা বানাবার চক্রান্ত হিসেবে উক্ত সংশোধিত সিলেবাসে ২০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষা চালু করেন। যার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করে। এ পর্যায়ে উপাচার্য হামিদ ৯ জন ছাত্রনেতাকে শোকজ নোটিশ দিয়ে আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়। এতে করে ছাত্ররা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

৮ সেপ্টেম্বর সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ দিন উপাচার্য কৌশলে পুলিশ লেলিয়ে দেয় ছাত্রদের ওপর। যদিও পুলিশী এ্যাকশনের নির্দেশ তিনি দেননি বলে পরবর্তীতে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেন। ঐ দিন পুলিশ ছাত্রদের ওপর চড়াও হয় এবং বেধরক পিটুনি দেয়। এ সময় দু'টি জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিক শামসুর রহমান শামীম ও বেলাল হোসেন গুরুতর আহত হয়। এছাড়া আরো উনিশ ছাত্রনেতা গুরুতর আহত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়। আহতদের মধ্যে ছিলো, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন, ছাত্রলীগ (বা-কা) আহবায়ক স্বপন বিশ্বাস, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নওয়াব আলী খান, ছাত্রমৈত্রীর বিশ্বজিৎ জোয়ারদার, ছাত্র ফ্রন্টের আহবায়ক তহফীক ফাহমী, আব্দুল কাদের টুটুল, ওয়ালিদ হোসেন পিকুল, সাইদুর রহমান কুটু, শিমুল, মনিরুজ্জামান, জীবন, শামীম সাকিল, বদিরুজ্জামান কবীর, মকলেছুর রহমান, আনোয়ার মির্জা, নাহিদুর প্রমুখ। এ ঘটনার প্রতিবাদে সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটি কুষ্টিয়া ও ঝিনেদায় অর্ধদিবস হরতালের আহবান করে। এ দিন স্বতস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন শেষে সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটি ৭২ ঘন্টা হরতালের আহবান করে। এছাড়া ছাত্রনেতারা ঘোষণা করে, অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। এ অবস্থায় উপাচার্য আব্দুল হামিদ চরম সংকটে পতিত হন। একদিকে ছাত্রদের আন্দোলন অপরদিকে প্রগতিশীল শিক্ষকরা সে আন্দোলনের পক্ষ অবলম্বন করছে। আর পুলিশকে এ্যাকশনের নির্দেশ দিয়েও পরবর্তীতে অস্বীকার করার কারণে পুলিশের নীরবতায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঘোলাটে হয়ে আসে। এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন শিক্ষক কর্তৃপক্ষের একাডেমিক অর্ডিন্যান্সকে অবৈধ ও অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সহকারী অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, এম এ মুঈদ, একে এম মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, জাকারিয়া রহমান, হারুন-উর-রশীদ আসকারী, সাইফুল হোসেন, জামাতউল্লাহ আল হোসেন, ডঃ বেজাউল করিম, প্রভাষক ইয়াছিন আলী, শাহীনুর রহমান, সিরাজুল হক, মাহমুদ আহমদ মমিন, সারওয়ার মুর্শেদ রতন, মনোয়ার হোসেন মাহমুদ, সেলিম তোহা প্রমুখ। তারা বলেন, ইবি একাডেমিক কাউন্সিলের ২৯তম জরুরি সভায় অনুমোদিত এর স্মারক নং ১২/শিক্ষা/ইবি-৯৪/১৩২১ ইং মাধ্যমে জারিকৃত একাডেমিক অর্ডিন্যান্সের শিক্ষার ধরন (সমন্বিত না সাবসিডিয়ারী), কোর্সের শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ কোর্সেস্ অব স্ট্যাডিজ, কোর্স ডিজাইন, প্রমোশন পদ্ধতি এবং নম্বর বিন্যাস উল্লেখ আছে। যেহেতু এই অর্ডিন্যান্সে অন্যান্য বিষয়ের কোর্সেস্ অব স্ট্যাডিজের উল্লেখ আছে তাই এটাকে কোর্সেস অব স্ট্যাডিজসহ অন্যান্য বিষয়ের একাডেমিক অর্ডিন্যান্স বলে। ইবি'র এ্যাক্ট ও ১ম স্ট্যাটিউ অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স যদি কোর্সেস অব স্ট্যাডিজ সংক্রান্ত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ফ্যাকালটির সুপারিশ মোতাবেক একাডেমিক কাউন্সিল সিন্ডিকেটকে প্রস্তাব দেবে। সিন্ডিকেট তা অর্ডিন্যান্স আকারে অনুমোদন দেবে। আর কমিটি অব কোর্সেস, সিলেবাস কোর্সেস অব স্ট্যাডিজ ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সংক্রান্ত সুপারিশ ফ্যাকালটিতে পেশ করবে। অর্থাৎ কোর্সেস অব স্ট্যাডিজ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেবার প্রধান এথতিয়ার কমিটি অব কোর্সেস-এর। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ইবি'র এ্যাক্ট ও ১ম স্ট্যাটিক অমান্য করে এ অর্ডিন্যান্স অনুমোদন করেছে। অবৈধভাবে পাশ করা এ অর্ডিন্যান্সে একটি বিভাগের কোর্সকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হলো বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স, ডিপার্টমেন্টাল কোর্স, সাপ্লিমেন্টারী কোর্স ও কমপ্লিমেন্টারী কোর্স। সেখানে বলা হয়েছে, ডিপার্টমেন্টারী কোর্সের সিলেবাস সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স ও কমপ্লিমেন্টারী কোর্সের সিলেবাস একাডেমিক কাউন্সিল এবং সাপ্লিমেন্টারী কোর্সের সিলেবাস তৈরি করবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কমিটি অব কোর্সেস। অর্থাৎ সব কোর্সের প্রাপ্ত নম্বর অনার্সের মোট নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হবে। সুতরাং অর্ডিন্যান্স মতে ১১০০ নম্বরের ডিপার্টমেন্টাল কোর্সগুলোর সিলেবাস করবে একটি বিভাগ আর বাকী ৬০০ নম্বর এর সিলেবাস থাকবে অন্য বিভাগের হাতে। অথচ ১৭০০ নম্বরের দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে। এ নিয়ম কোনভাবেই যুক্তি সংগত নয় বলে শিক্ষকরা জানান। এ ধরনের নিয়মের ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ বিশৃংখলার শিকার হবে। আর নতুন চাপানো ২০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রবণতা লোপ পাবে। যাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সীমিত হয়ে যাবে। ফলে লাভবান হবে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা এখানে লেখা-পড়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে পারবে। কিন্তু দেশের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত হতে না পারলে ডিগ্রী সর্বস্ব কর্মহীন বেকার যুবকে পরিণত হতে হবে। তাই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটির আহবান অবিলম্বে এ অর্ডিন্যান্স বাতিল করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা।